গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
প্রধান কার্যালয়-রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম
ফোন ঃ +৮৮০-৩৫১-৬৩১২০, পিএবিএক্স ঃ +৮৮০-৩৫১-৬৩২৯৩, ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-৩৫১-৬৩২৭৮
ই-মেইল ঃ chtrc@yahoo.com, ওয়েবসাইট ঃ www.chtrc.gov.bd

স্মারক নং ঃ- ২৯.৩২. ৮৪০০.১০৪.৩২.০১৪.২১- ২৮৩ তারিখ ঃ ১৬/৩/২২

বিষয় : উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি সম্পর্কে।
সূত্র : ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর সূচক ১.১.১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর সূচক ১.১.১ মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে আগত দর্শনার্থীদের জন্য **"ওয়েটিং রুম স্থাপন"** উদ্ভাবন কার্যক্রম হিসেবে সরকারি আদেশ জারি করা হলো। বিষয়টি সদয় নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

১৬/৩/২২
(নির্মল কান্তি চাকমা)
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
ফোন-০৩৫১-৬৩১২০
E-mail.chtrc@yahoo.com

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণ: উপসচিব, বাজেট/প্রশাসন-২ অধিশাখা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম।

২০২১-২২ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের "উদ্ভাবন" কার্যক্রম

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২০২১-২০২২ এর ই-গর্ভনেন্স কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ অংশের সূচক নং ১.১.১ এ উদ্ভাবনী ধারণা সূচকে "নতুন একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়ন" করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে আগত দর্শনার্থীদের জন্য **"ওয়েটিং রুম স্থাপন"**কার্যক্রমটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গত ২৭/১২/২০২১ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক ইনোভেশন টিমের সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবরণ : পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন,১৯৯৮(১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন)মোতাবেক বিগত ২৭মে ১৯৯৯ খ্রি: তারিখ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের শুরু অর্থাৎ ১৯৯৯ সাল হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিজস্ব কমপ্লেক্স ভবন ছিল না(এমনকি বর্তমান পর্যন্ত নেই, তবে কমপ্লেক্স ভবন নির্মানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে) যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত রেস্ট হাউজে গাদাগাদি করে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালানো হয়ে থাকে। এ পরিষদের চেয়ারম্যান একজন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন। প্রতিদিন গড়ে ২০-৩০ জন দর্শনার্থী বা সেবাগ্রহীতা চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন বা অনেকে বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রয়োজনে অফিসে আসেন। তাদের বসার জন্য নির্দিষ্ট কোন কক্ষ নেই। তারা কেউ সিড়ির পাশে কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাত করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্শয়ন বোর্ড হতে আরও একটি ভবন ভাড়া নেওয়া হয় সেখানে দর্শনার্থীদের বসার জন্য একটি কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, তাদের জন্য খাবার পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এবং একটি ওয়াশরুম স্থাপন করা হয়েছে। এতে সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব হয়েছে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

১. সেবাগ্রহীতাদের বসার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, তাদের জন্য খাবার পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এবং একটি ওয়াশরুম স্থাপন করা হয়েছে। এতে সেবাগ্রহীতাদের যত্রতত্র বসে বা দাঁড়িয়ে থাকার ভোগান্তি কমেছে।

২. সেবাগ্রহীতাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হবে।